নারী উদ্যোক্তা গড়ে তোলার কার্যক্রম সফল হোক

সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া এবং ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার ঘোষণা দেয় এবং সে লক্ষ্যে তথা ভিশন ২০২১ অর্জনের উদ্দেশ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ভিশন ২০২১ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হলেও তেমন গতি বা উদ্দমতা আমাদের চোখে পড়েনি।

নারীরা আমাদের সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং প্রযুক্তিতে নারীদের অংশ নেয়ার বিষয়টিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি নিলেও প্রায় সব ক্ষেত্রেই নারীরা থেকেছে বেশ পেছনে। সহজ কথায় বলা যায়, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীদেরকে চরমভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচিতে নারীদের তেমন ঠাঁই দেয়া হয়নি। অথচ এ দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলের নেতা, সংসদ স্পিকার নারী।

অথচ দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। এই বিশাল নারী জনগোষ্ঠীকে এড়িয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া কোনোভাবে সম্ভব নয়। নারী সমাজকে এড়িয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন, স্বপ্ন হিসেবেই থেকে যাবে। বাস্তবতার ছোঁয়া বা আলো কখনই দেখা যাবে না।

বিস্ময়কর হলেও সত্য, এই বিশাল জনগোষ্ঠীর মাঝে খুব কমসংখ্যক নারীই আছেন যারা দেশের তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা রাখেন এবং এ সম্পর্কে সচেতন। শুধু তাই নয়, তথ্যপ্রযুক্তিতে তেমন কোনো নারী উদ্যোক্তার দেখাও পাওয়া যায় না। অথচ দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর নারীরা যদি তথ্যপ্রযুক্তিতে তেমনভাবে সম্পৃক্ত হতেন, তাহলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন যেমন দ্রুত বাস্তবতা পেত, তেমনি বাংলাদেশের অর্থনীতির চেহারাটাই পাল্টে যেত পুরোপুরি।

এ সত্যটি অনেক দেরিতে হলেও উপলব্ধি করতে পেরেছে সরকারের নীতিনির্ধারক কর্তব্যক্তিরা। আর এ কারণেই ডিজিটাল সেন্টারের নারী উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা তৈরির লক্ষ্যে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম এবং মাইক্রোসফট বাংলাদেশের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক সই করেছে।

চুক্তির আওতায় দেশব্যাপী ৫২৭৩টি ডিজিটাল সেন্টারের নারী উদ্যোক্তাদের কমপিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। প্রশিক্ষণ শেষে ডিজিটাল সেন্টারগুলো সরাসরি সার্ভিস সেন্টারের সাথে যুক্ত হয়ে সেবা দিতে পারবে। প্রযুক্তিবিষয়ক এই ট্রেনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তারা ডিজিটাল সেন্টারের যাবতীয় কাজে অভিজ্ঞতা অর্জন করার পাশাপাশি ইউনিয়ন পর্যায়ের নাগরিকদের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সংক্রান্ত সহায়তা দিতে সক্ষম হবেন।

ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন এবং প্রতিটি কেন্দ্রে একজন করে নারী ও পুরুষ উদ্যোক্তার অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তা থাকার কারণে গ্রামাঞ্চলে নারীদের সেবা দেয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ডিজিটাল সেন্টারের নারীদেরকে নিয়ে মাইক্রোসফটের এ প্রশিক্ষণ তাদেরকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে মাইক্রোসফট বাংলাদেশ দেশের ডিজিটাল সেন্টারের ৫২০০ জনের বেশি নারীর সাথে কাজ করার সুযোগ পাবে।

আমাদের প্রত্যাশা, আগামীতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে এবং মাইক্রোসফটের মতো অন্যান্য বড় আইসিটি প্রতিষ্ঠান যেমন– ডেল, ইন্টেল, এইচপি ইত্যাদির সাথেও চুক্তিবদ্ধ হয়ে আরও ডিজিটাল সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে নারীদেরকে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করার পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তা গড়ে তোলার কার্যক্রম গ্রহণ করবে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার পাশাপাশি ভিশন ২০২১ লক্ষ্য অর্জনের পথে আরও এগিয়ে যাবে।

নাজমুল হোসেন
আজিমপুর, ঢাকা

আইসিটি বিভাগের সফলতা অব্যাহত থাকুক

রাজনীতিবিদেরা দাবি করে থাকেন, মিডিয়া সবসময় তাদের সমালোচনা করে থাকে। তাদের ভালো কাজের জন্য মিডিয়া কখনই প্রশংসা করে না বা লেখালেখি করে না। তাদের দৃষ্টিতে মিডিয়ার কাছে রাজনীতিবিদেরা সবসময়ই সমালোচিত। আসলে তা সত্য নয়। এটা রাজনীতিবিদদের এক ঢালাও অভিযোগ ছাড়া কিছুই নয়। মিডিয়া যেমন আমাদের ভুলভ্রান্তিগুলো তুলে ধরে, তেমনি কোনো কাজকে কীভাবে আরও সুন্দর ও গোছানোভাবে বা নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা যায় তা তুলে ধরে। আর সেখানেই সৃষ্টি হয় মিডিয়া এবং রাজনীতিবিদদের মাঝে পারস্পরিক অসন্তোষ। মজার ব্যাপার হচ্ছে, অরাজনৈতিক এবং বিশেষায়িত পত্রিকা যেমন আইসিটিসংশ্লিষ্ট পত্রিকাগুলো সম্পর্কেও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মনে নেতিবাচক ধারণা বদ্ধমূল। আর এ কারণে কমপিউটার জগৎ পত্রিকার ৩য় মত বিভাগের জন্য এ লেখার অবতারণা। আশা করছি তা প্রকাশ করা হবে।

সম্প্রতি দেশের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আইসিটি বিভাগ সফলতার সাথে তার দুই বছর পার করল। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আইসিটি বিভাগ তার দুই বছর পূর্তিতে নিজেদের নানা সফলতার কথা তুলে ধরতে সম্প্রতি রাজধানীতে 'এগিয়ে যাওয়ার দুই বছর' নামে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে আমরা ২০১৬ সালে অনেক কাজ হাতে নিয়েছি। আমাদের অর্জন ও সফলতার ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চাই।

এ অনুষ্ঠানে জানানো হয়, গত দুই বছরে বাংলা গভনেট প্রকল্পের আওতায় ৫৮টি মন্ত্রণালয়, ২২৭টি অধিদফতর, ৬৪টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও ৬৪টি নির্বাচিত উপজেলা নির্বাহী প্রশাসকের কার্যালয় একই নেটওয়ার্কের আওতায় নেয়া হয়েছে। গাজীপুরের কালিয়াকৈরে হাইটেক পার্কের অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। জনতা টাওয়ারে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের উদ্বোধন করা হয়েছে। যশোর ও রাজশাহীতেও এমন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এ অনুষ্ঠানে বলা হয়, বিভিন্ন প্রকল্পের অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ৩৪ হাজার জন। সরকারের জন্য ৬০০ মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। বিগত দুই অর্থবছরে আইসিটি বিভাগ থেকে উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য ৩৯ জনকে ২ কোটি ৮৫ লাখ ৭৩ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে।

দেশের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আইসিটি বিভাগ গত দুই বছরে এখানে উল্লিখিত যেসব কাজ সম্পন্ন করেছে তার জন্য নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। আমরা চাই, দেশের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আইসিটি বিভাগ সব ধরনের বাধা-বিপত্তিকে এড়িয়ে আগামীতেও এ ধারা অব্যাহত রাখবে। সেই সাথে এও প্রত্যাশা করি, বাংলাদেশ সরকারের অন্য মন্ত্রণালয়গুলো দেশের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আইসিটি বিভাগের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাদের ওপর ন্যস্ত সংশ্লিষ্ট সব কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করবে এবং দেশের সাধারণ জনগণকে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থেকে তথা লাল ফিতার দৌরাত্ম্যের হাত থেকে রক্ষা করবে।

তাহমিনা আক্তার
জিন্দাবাজার, সিলেট

কারুকাজ বিভাগে লেখা আহ্বান

কারুকাজ বিভাগের জন্য প্রোগ্রাম, সফটওয়্যার টিপস আহ্বান করা হচ্ছে। লেখা এক কলামের মধ্যে হলে ভালো হয়। সফট কপিসহ প্রোগ্রামের সোর্স কোডের হার্ড কপি প্রতি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।

সেরা তিনটি প্রোগ্রাম/টিপসের লেখককে যথাক্রমে ১,০০০ টাকা, ৮৫০ টাকা ও ৭০০ টাকা পুরস্কার দেয়া হয়। এছাড়া প্রোগ্রাম/টিপস মানসম্মত বিবেচিত হলে, তা প্রকাশ করে প্রচলিত হারে সম্মানী দেয়া হয়।

প্রোগ্রাম/টিপসের লেখকদের নাম **কমপিউটার জগৎ**-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকেও জানা যাবে। পুরস্কারের টাকা **কমপিউটার জগৎ**-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের সময় অবশ্যই পরিচয়পত্র দেখাতে হবে। পুরস্কার চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে।